Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৭০ বছর
তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

চাহিদার ৪০-৫০ ভাগ ভোজ্যতেল দেশেই উৎপাদিত হবে : কৃষিমন্ত্রী

প্রতিনিধি, গাজীপুর

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে চাহিদার ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্যতেল দেশেই উৎপাদন হবে। 'এ বছর আমরা ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। মাঠপর্যায়ে আমাদের কর্মকর্তা ও টেকনিশিয়ানরা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন।'

গতকাল সকালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এসব বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'আগে সবাই মূলত সরিষার তেল খেত। তখন সরিষার ভালো জাত ছিল না, উৎপাদন ছিল না, মানুষ বাড়ছিল। পরে সবাই ধান আবাদে চলে যায়। তখন বেশিরভাগ জমিতে ধান আবাদ হতো। এরপর বিদেশ থেকে সয়াবিন ও পাম অয়েল সস্তায় আমদানি করে তেলের চাহিদা মেটানো হতো। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমরা পুরোপুরি তেল আমদানি নির্ভর হয়ে গেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আশার কথা হচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানে দুটি সফলতা এসেছে। স্থানীয়ভাবে ভোজ্যতেল উৎপাদন হবে। বারি ও বিনার বিজ্ঞানীরা অনেক ভালো সরিষার জাত উদ্ভাবন করেছেন। আগে বিঘায় দেড় থেকে দুই মণ সরিষা হতো এখন সেটা ৬ থেকে ৭ মণ হচ্ছে। আগে সরিষা ছিল ছোট ছোট কিন্তু এখন আকারেও বড় হয়েছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমনের পরই সরিষা লাগানো হয়।'

তিনি বলেন, 'সাধারণত আমন ধান হয় ১৪০ বা ১৬০ দিনে। এ কারণে সময় বেশি লাগায় কৃষক পরে আর সরিষা লাগাতে চায় না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন জাত উদ্ভাবন করেছেন যেটা ১১০ বা ১১৫ দিনেই হয়। কাজেই আমন ও বোরো ধানের মধ্যে যে সময়টা সেই সময়ের মধ্যে সরিষা আবাদ করা সম্ভব। ৮০ থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে সরিষা এসে যায়। এতে সরিষা তুলে বোরো আবাদ করতে পারেন চাষিরা। কৃষক এ সরিষা থেকে ৩০ বা ৪০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম। এছাড়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

চাহিদার ৫০ শতাংশ ভোজ্যতেল দেশেই উৎপাদিত হবে : কৃষিমন্ত্রী

ইনকিলাব ডেস্ক : আগামী তিন বছরের মধ্যে চাহিদার ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্যতেল দেশেই উৎপাদন হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক। গতকাল সকালে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগে সবাই মূলত সরিষার তেল খেত। কিন্তু তখন সরিষার ভালো জাত ছিল না, উৎপাদন ছিল না। পরে সবাই ধান আবাদে চলে যায়। এরপর বিদেশ থেকে সয়াবিন ও পাম অয়েল সস্তায় আমদানি করে তেলের চাহিদা মেটানো হত। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমরা পুরোপুরি তেল আমদানি নির্ভর হয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন, আশার কথা হচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানে দুটি সফলতা এসেছে। স্থানীয়ভাবে ভোজ্যতেল উৎপাদন হবে। বিজ্ঞানীরা অনেক ভালো সরিষার জাত উদ্ভাবন করেছেন। আগে বিঘায় দেড় থেকে দুই মণ সরিষা হত, এখন সেটা ৬ থেকে ৭ মণ হচ্ছে। আগে সরিষা ছিল ছোট ছোট কিন্তু এখন আকারেও বড় হয়েছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমনের পরই সরিষা আবাদ হয়। সাধারণত আমন ধান হয় ১৪০ বা ১৬০ দিনে। এ কারণে সময় বেশি লাগায় কৃষক পরে আর সরিষা আবাদ করতে চায় না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন জাত উদ্ভাবন করেছেন যেটা ১১০ বা ১১৫ দিনেই হয়। কাজেই আমন ও বোরো ধানের মধ্যে যে সময়, সেই সময়ের মধ্যেই সরিষা আবাদ করা সম্ভব। ৮০ থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে সরিষা এসে যায়। এতে সরিষা তুলে বোরো আবাদ করতে পারেন চাষিরা।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সকলের জন্য পুষ্টিজাতীয় খাবারের নিশ্চয়তা দিতে কাজ করছে। বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফল উৎপাদনেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। এ অবস্থায় সকল সংস্থা, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

দেশে ৫০ ভাগ ভোজ্য তেল উৎপাদনের পরিকল্পনা : কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। তিনি গতকাল সকালে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা সরিষার উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন যা কৃষকরা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু সরিষার যে উৎপাদন হচ্ছে এটি দিয়ে বাজারে তেমন প্রভাব ফেলা যাচ্ছে না। এ জন্য এ বছর কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, ইনশা আল্লাহ শতকরা ৪০-৫০ ভাগ ভোজ্যতেল দেশে উৎপাদন করব। সরিষার কদর দেশে কমেনি, মানুষ আবার সরিষায় ফিরে যাবে সেই লক্ষ্য নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম আলো

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

দেশেই ভোজ্যতেলের অর্ধেক উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে

গাজীপুরে কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

তিন বছরের মধ্যে দেশে ৪০-৫০ শতাংশ ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি, মাঠপর্যায়ে আমাদের কৃষি কর্মকর্তা ও টেকনিশিয়ানরা কাজ করছেন, কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন।'

গতকাল সকালে গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা শুরু হয়েছে। এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে ৩০-৪০ বছর আগে সবাই মূলত রান্নায় শর্ষের তেল খেত। তখন শর্ষের ভালো জাত ছিল না, উৎপাদন ছিল না, মানুষ বাড়ছিল। পরে সবাই ধান আবাদে চলে যায়। বিদেশ থেকে সয়াবিন ও পাম তেল সস্তায় আমদানি করে তেলের চাহিদা মেটানো হতো। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে, দেশ পুরোপুরি তেল আমদানিনির্ভর হয়ে গেছে।

মন্ত্রী বলেন, আশার কথা হচ্ছে, এই সমস্যা সমাধানে দুটি সাফল্য এসেছে। স্থানীয়ভাবে ভোজ্যতেল উৎপাদিত হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা অনেক ভালো শর্ষের জাত উদ্ভাবন করেছেন। আগে বিঘায় দেড় থেকে দুই মণ শর্ষে হতো, এখন সেটা ছয় থেকে সাত মণ হচ্ছে। আগে শর্ষে ছিল ছোট ছোট, কিন্তু এখন আকারেও বড় হয়েছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমনের পরেই শর্ষে লাগানো হয়।

আব্দুর রাজ্জাক আরও বলেন, সাধারণত আমন ধান হয় ১৪০ বা ১৬০ দিনে। এ কারণে সময় বেশি লাগায় কৃষকেরা পরে আর শর্ষে লাগাতে চান না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এমন জাত আবিষ্কার করেছেন, যেটা ১১০ থেকে ১১৫ দিনেই হয়। কাজেই আমন এবং বোরো ধানের মধ্যে যে সময়টা পড়ে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে শর্ষে আবাদ করা সম্ভব। ৮০ থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে শর্ষে এসে যায়। এতে শর্ষে তুলে বোরো কৃষকেরা আবাদ করতে পারেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম, কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম।

প্রথম আলো

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ১৬)

চালের সংকট নেই, বেশি লাভে মূল্যবৃদ্ধি

চাহিদা মেটার পরও উদ্বৃত্ত থাকবে ৪২ লাখ টন। চালকলের মালিকেরা কেজিতে লাভ করছেন ৮-১৪ টাকা। এতে দাম কমছে না।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশে এখন চালের কোনো সংকট নেই। আগামী জুন পর্যন্ত সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই; বরং এবার ৪২ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল শনিবার গাজীপুরে ব্রি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয়। গবেষণায় চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে চালকলের মালিক ও খুচরা বিক্রেতাদের অতিরিক্ত মুনাফার বিষয়টি উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছর আমনের উৎপাদন সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ১ কোটি ৬৩ লাখ টন হবে। বোরো ২ কোটি ৪ লাখ টন ও আউশ ৩০ লাখ টন ধরে মোট উৎপাদন হবে ৩ কোটি ৯৭ লাখ টন। দৈনিক জনপ্রতি ৪০৫ গ্রাম করে চালের ভোগ হিসাব করলে ১৭ কোটি মানুষের জন্য বছরে চালের প্রয়োজন হবে ২ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার টন। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ও প্রাণিখাদ্য (নন-হিউম্যান) হিসেবে ১ কোটি ৩ লাখ ৭০ হাজার টন ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এরপর উদ্বৃত্ত থাকবে ৪২ লাখ টন।

ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর জানান, বাজারে কেন চালের দাম কমছে না, তা জানতে ব্রি মাঠপর্যায়ে গবেষণা করেছে। মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কারণ হিসেবে গবেষণায় উঠে এসেছে চালকলের মালিক ও খুচরা বিক্রেতাদের অতিরিক্ত মুনাফা করার বিষয়টি। চালকলের মালিকেরা কেজিতে ৮-১৪ টাকা লাভ করছেন। কৃষকের উৎপাদন খরচও কিছুটা বেড়েছে। পাশাপাশি ধানের দামও বেড়েছে। এ ছাড়া কিছু মিলার ও ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, করপোরেট গ্রুপগুলো চালের বাজারে ঢুকে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অকালবন্যা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে এ বছর বোরো ও আউশ উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। এ অবস্থায় আমনের উৎপাদন বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই চলতি মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয় আমন চাষে ৫৯ লাখ হেক্টর জমিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৬১ লাখ টন নির্ধারণ করে।

সামনের দিনগুলোতে চালের চাহিদা আরও বাড়বে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে কৃষিজমি কমছে। ভুট্টা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। বাড়িতে যেসব সবজি হতো যেমন চালকুমড়া, তা-ও এখন মাঠে হচ্ছে। এসব কারণে ধান চাষের জমি কমছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে চালের উৎপাদন বাড়াতে হলে গবেষণায় আরও জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে উদ্ভাবিত জাতের দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে।

বাম্পার উৎপাদনের পরও চালের দাম কেন কমছে না, তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, 'ব্রির গবেষণায় আমরা অনেকগুলো কারণ খুঁজে পেয়েছি। ব্রির পাশাপাশি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকেও এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।'

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ০১, ০২)

মিল মালিকদের অতিমুনাফায় চালের দাম কমছে না

২০২২ সালে প্রায় ৪২ লাখ টন বাড়তি চাল উৎপাদন হলেও চালকল মালিকদের অতিমুনাফার কারণে ভোক্তারা সুবিধা পাচ্ছে না। মালিকরা প্রতি কেজিতে আট থেকে ১৪ টাকা মুনাফা করছেন।গতকাল শনিবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল আলম এবং কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস।গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে চালের মোট উৎপাদন হয়েছে তিন কোটি ৯৭ লাখ টন। আমন মৌসুমে চালের উৎপাদন এক কোটি ৬৩ লাখ টন। এ ছাড়া বোরো উৎপাদন হয়েছে দুই কোটি চার লাখ টন এবং আউশ ৩০ লাখ টন। মোট চাহিদা তিন কোটি ৫৫ লাখ টন। এতে ৪২ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত। এর পরও চালের দাম কমছে না।এ নিয়ে গবেষণা করেছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গবেষকরা। চালকলের মালিক ও খুচরা বিক্রেতারা অতিরিক্ত মুনাফা করছেন বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এ ছাড়া কৃষকের উৎপাদন খরচও কিছুটা বেড়েছে। করপোরেট গ্রুপগুলো চালের বাজারে প্রবেশ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘চালের ভালো উৎপাদনের পরও কেন দাম কমছে না, তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করতে হবে। ব্রির গবেষণায় আমরা অনেক কারণ খুঁজে পেয়েছি। ব্রির পাশাপাশি বিআইডিএস, সিপিডিসহ অন্যান্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানকেও এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। ’কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সবার জন্য পুষ্টিজাতীয় খাবারের নিশ্চয়তা দিতে কাজ করছে। বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফল উৎপাদনেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। এ অবস্থায় সব সংস্থা, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।সামনের দিনগুলোতে চালের চাহিদা আরো বাড়বে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে কৃষিজমি কমছে। ভুট্টা, শাক-সবজিসহ অন্যান্য ফসলেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। বাড়িতে যেসব ফসল হতো, যেমন—চালকুমড়া, সেটাও এখন মাঠে হচ্ছে। এসবের ফলে ধান চাষের জমি কমছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে চালের উৎপাদন বাড়াতে হলে গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে উদ্ভাবিত জাতের দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে।ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর জানান, আমনে বাম্পার ফলন হয়েছে। আগামী জুন পর্যন্ত চালের কোনো সংকট হবে না, বরং ৪২ লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকবে। ১৭ কোটি মানুষের চালের চাহিদার পাশাপাশি মানুষের বাইরের (নন-হিউম্যান) ভোগ ২৬ শতাংশকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন জনপ্রতি ৪০৫ গ্রাম করে চালের চাহিদা হিসাব করলে ১৭ কোটি মানুষের জন্য বছরে চালের প্রয়োজন দুই কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার টন। অন্যান্য ভোগে চালের প্রয়োজন এক কোটি তিন লাখ ৭০ হাজার টন। সেই হিসাবে মোট চাহিদা তিন কোটি ৫৫ লাখ টন।

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

তারিখঃ ০১-০১-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

মিলার ও বিক্রেতারা চালের দাম বাড়াচ্ছে

ধান উৎপাদন বাড়াতে বিজ্ঞানীদের আত্মনিয়োগ করতে হবে : কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ন্যানো টেকনোলজি, জিনোম এডিটিং, স্পিড ব্রিডিং ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধান উৎপাদন বাড়াতে বিজ্ঞানীদের আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শনিবার ব্রি-এর গাজীপুর সদর দপ্তর মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্রি-এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। ওই অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও খুচরা পর্যায়ে চালের দাম বাড়ছে। ব্রি চালের মূল্যবৃদ্ধির পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি গবেষণা করে পেয়েছে যে, রাইস মিলার ও খুচরা বিক্রেতারা অতিরিক্ত মুনাফা করছেন, উৎপাদন খরচও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফার্মগেটে ধানের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কেরপোরেট গ্রুপগুলো চালের বাজারে প্রবেশ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চেয়ারম্যান বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। এ সময় জুমে সংযুক্ত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য প্রফেসর এমিরেটাস ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি। ব্রি-এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, দেশে আগামী জুন পর্যন্ত চালের কোনো সংকট হবে না।

রাইস সল্যুশন মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন : অনুষ্ঠানে ধানের খেত থেকে আক্রান্ত ধান গাছের ছবি অ্যাপসে প্রেরণের মাধ্যমে রোগবালাই চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে 'রাইস সল্যুশন' (সেন্সর-ভিত্তিক ধানের বালাই ব্যবস্থাপনা) নামক মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী।